BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৫

Lecture Content

- ☑ শব্দ ও শব্দ প্রকরণ
- ☑ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ
- ☑ লিঙ্গ প্রকরণ

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ :

মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে বা অর্থবোধক হলে তাকে শব্দ বলে।

অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।

শব্দ
বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
শব্দকে বাক্যের একক বলা হয়।
বাক্যের বাহন হলো শব্দ।
শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে রূপ বলে।
শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় ধ্বনি।

শব্দ গঠনের উপায় : শব্দ গঠনের উপায়গুলো নিম্নরূপ :

উপসর্গ যোগে	সন্ধির সাহায্যে	সমাসের সাহায্যে
প্রত্যয় যোগে	দ্বিরুক্তির সাহায্যে	পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে রয়েছে বিচিত্র শব্দের সমারোহ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

যেমন:

ক. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ
খ. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ
গ. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

ক. শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

- বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে অল্পসংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দভান্ডার বহুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দেশি বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোই উৎপত্তি বা উৎসমূলক শব্দ।
- ব্যুৎপত্তিগতভাবে বা উৎস বিচারে বাংলা ভাষার শব্দকে পণ্ডিতগণ ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন।

যথা:

তৎসম শব্দ	অর্ধ তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ
দেশি শব্দ	বিদেশি শব্দ	

- নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী চার প্রকার। যথা: তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি।

তৎসম শব্দ

- তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম অর্থ তার (তৎ) সমান (সম)। তৎসম শব্দ বলতে বুঝায় সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সরাসরি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।

  যেমন: ব্যাকরণ, অগ্রহায়ণ, বঙ্কিম।

- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথা: অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।

চন্দ্র	সূর্য	ভবন	ধর্ম	ধূম্র	সাগর
জ্যোৎস্না	হিম	পুস্তক	বৃক্ষ	সন্ধ্যা	মানব
পাত্র	পুত্র	কবি	জীবন	ফল	কুৎসিত
শ্রাদ্ধ	গমন	ভবন	অশ্ব	মস্তক	ক্ষতি
চন্দন	মাতা	দান	দধি	বায়ু	আকাশ
জল	অলাবু	নদী	ক্ষুধা	খাদ্য	দেশ
পাঠক	পঞ্চম	অঞ্চল	উত্তর	আঘাত	উদর
পৃথিবী	গ্রহ	কিংবদন্তি	তরণি	উর্ণা	উষা

সংস্কৃত ভাষার শব্দ থেকে বিভিন্ন বাংলা শব্দের উৎপত্তি

সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ
দধি	দই	শাটী	শাড়ি
নিম্বু	লেবু	বাটী	বাড়ি
ফুল্ল	ফুল	ঢক্কা	ঢাক
ডিম্ব	ডিম	স্ফূর্তি	ফুর্তি
চিপিটক	চিড়া	সমর্থ	সোমত্ত
দুগ্ধ	দুধ		

তদ্ভব শব্দ

- তদ্ভব কথাটির অর্থ হচ্ছে তার (সংস্কৃত) থেকে উদ্ভব। **তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলে।**
- যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

  যেমন: চাঁদ, চামার, পাখি, পা, পাতা, বাছা, ভিটা, ভাত, মা, হাত, নাচ, হাত, কান, জিভ, দাঁত, হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি।

- **তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি:**

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
চর্মকার	চম্মআর	চামার	ঘৃত	ঘিঅ	ঘি
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	পাদ	পাঅ	পা
মাতা	মাআ	মা	কাষ্ঠ	কট্ঠ	কাঠ
হস্ত	হত্থ	হাত	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
শিষ্য	সিক্খ	শিখ	অর্ধ		আধ
মৎস্য		মাছ	তাম্র		তামা

অর্ধতৎসম শব্দ

- বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে।

  যেমন: গাত্র > গতর।

- বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম
গৃহিণী	গিন্নি	কৃষ্ণ	কেষ্ট
কুৎসিত	কুচ্ছিত	বৈষ্ণব	বোষ্টম
ক্ষুধা	খিদে	মিষ্ট	মিষ্টি
তৃষ্ণা	তেষ্টা	নিমন্ত্রণ	নেমতন্ন
গ্রাম	গেরাম	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
জ্যোৎস্না	জোছনা	ষণ্ড	ষাঁড়

দেশি শব্দ

- আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলত, তাদের ভাষা থেকে যে শব্দ পাওয়া যায়, তাকে দেশি শব্দ বলে। দেশি শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না।
- বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা, প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে দেশি শব্দ বলে।

যেমন:

ডাঙা	চাউল	ঝিনুক	ছাঁচ	ইটা	ডিঙি
গজা	চারা	খড়	ডোম	ভিড়	ম্যাজম্যাজ
ঝাড়	কুড়ি	ঢিল	চিড়	ট্যাক	ট্যাটা
পেট	চুনি	পেট	ডাঙর	পাঁঠা	জুলজুল
ডাহা	আড়	ফের	বাট	ডাব	টোপর
খুঁটি	খাড়ি	মুড়কি	ওত	ঢোল	চিড়িক
ম্যাড়া	দোলমা	খোঁটা	পুঁটলি	ঢেউ	খেঁকি
কুলা	খচ্চর	খেঁদি	ঢাল	খানা	পাথালি
কানি	চুনি	ল্যাঠা	বোবা	মেনি	পুঁটলি
বানি	বাগি	গুঁড়ি	গুঁতা	ডিঙা	ল্যাদাপোকা
ডোবা	খোঁয়াড়	ফাগ	ফাউ	ধুনি	টনক
ছিপ	ছাঁৎ	দিদি	ন্যাবা	ঢপ	কাবাডি
খাড়ু	ঝানু	ঝামা	ছালা	পলুই	তামাক
বায়	পোঁটা	বাটা	বাটি	ইচা	পাঁদাড়
খিচুড়ি	খিলান	চিল	খিড়কি	কুঁড়ি	চুড়ি
ডুঙি	খালুই	বোঙ্গা	খুড়া	খুড়ি	খিচখিচ
খদ্দর	বোরো	রুই	বাখারি	চাটাই	পাটনি
চাঙ	চাঙারি	চামচা	ট্যাঁক	পুঁতি	হাডুডু
কৌটা	কাঠুরিয়া	জামবাটি	কুলকুচা	কাতলা	কাঁচুমাচু
ডাঁসা	কাঁটানটে	কাঙাল	কোরা	কেঁড়ে	কালবাউশ

- **মুন্ডারি শব্দ :** ডুঙি
- **কোল শব্দ :** বোঙ্গা

বিদেশি শব্দ

যে সকল বিদেশি শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে, সে শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে।

যেমন:

ফারসি শব্দ

- বিদেশি শব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে ফারসি শব্দ থেকে।

যেমন-

ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, রোজা, পয়গম্বর, বেহেশত, শিন্নি, বান্দা, পেরেশান, ফেরেশতা, তারাবি, হাদিস।

খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** কাগজ, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, ফরমান, তোশক, দপ্তর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, মেথর, রসদ, বেগম, বান্দা, বর্গি, খোশরোজ, বাজার, পরচা, মর্সিয়া, আইন, পাঞ্জাবি, পাপোশ, পেয়াদা, পেশা, শের, দরজা।

গ. **বিবিধ শব্দ:** আয়না, আদমি, আমদানি, আন্দাজ, কারবার, খরচ, সোয়া, জানোয়ার, জিন্দাবাদ, নমুনা, বদমাস, বরফ, মলম, রপ্তানি, হাঙ্গামা, হিন্দু, সবুজ, বাবেল, খাম, জঙ্গল, দারোগা, আসমান, ঘিঞ্জি, খোশমোদ, খামোখা, কাবাব, ফিরিঙ্গি, ফালুদা, বোরহানি, বেগার, বেকার, পেঁয়াজ, গঞ্জ, ভিস্তি, সাদা, রুমাল, সারেং, লুঙ্গি, আলবোলা, পরি, পেয়ালা, পায়খানা, তেজি, শালগম, লাগাম, চাবুক, খাকি, খানসামা।

- **দারোগা কোন ভাষার শব্দ:** দারোগা অর্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, পুলিশের উপপরিদর্শক। বাংলাপিডিয়ার মতে, দারোগা শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবত মঙ্গোলীয় উৎস থেকে। মুঘল শাসকগন প্রাদেশিক গভর্নর, বিভাগীয় প্রধান শহরের প্রধান ব্যবস্থাপক, পুলিশের প্রধানসহ আরও অনেকের পদবি হিসেবে শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করতেন। মঙ্গোলরা সম্ভবত দূরপ্রাচ্য থেকে শব্দটি ধার করেন। সেখানে তারা একজন প্রাদেশিক শাসককে দারোগা হিসেবে আখ্যায়িত হতে দেখেছেন। মঙ্গোলরা মস্কো জয় করার পর এর শাসকের নাম দেন দারোগা। মুঘল আমলাতন্ত্রে দারোগা ছিলেন রাজপরিবারের প্রধান নির্বাহী। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণে **দারোগা শব্দকে তুর্কি শব্দ** বলা হয়েছে (পৃ.৫১)। তবে বাংলা একাডেমিক আধুনিক বাংলা অভিধানে দারোগা শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ৬৪৬)।
- **লুঙ্গি কোন ভাষার শব্দ:** লুঙ্গি বর্মি শব্দ হিসেবে প্রচলিত। বর্মি বা বার্মিজ মায়ানমারের রাষ্ট্রভাষা। লুঙ্গি বা লোঙ্গাই মায়ানমারের জাতীয় পোশাক হিসেবে স্বীকৃত। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে লুঙ্গি শব্দটিকে ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ১২০৭)।**

- **বর্গি কোন ভাষার শব্দ:** অষ্টাদশ শতাব্দীর অশ্বারোহী মারাঠি দস্যু সৈন্যদেরকে বর্গি বলা হয়। **বর্গি শব্দটি মারাঠি শব্দ হিসেবে প্রচলিত।** বর্গি শব্দকে মারাঠি বারগির শব্দের অপভ্রংশ বলা হয়। মারাঠি ধনগর জাতীয় লোকেরা ছিল অশ্বারোহী। তারা অভিযানে যাওয়ার সময় কেবল একটি সাত হাত লম্বা কম্বল ও বর্শা নিয়ে বের হতো। এই বর্শাকে মারাঠি ভাষায় বরচি বলা হতো। এই নাম থেকে ধনগররা বারগির বা বর্গা ধনগর বা বর্গি নামে পরিচিত হয়। বর্গি হচ্ছে মারাঠা দস্যু। অনেক আগে বাংলায় বর্গিরা আক্রমণ চালাত। তারা মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যেত। ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর ধরে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে বর্গিরা নিয়মিতভাবে লুটতরাজ চালাত। বাংলার সমাজ জীবনে বর্গিদের আক্রমণের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আজও এই অঞ্চলের ছেলেভুলানো ছড়ায় বর্গি আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়: খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে। ধান ফুরোলো পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি? আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে বর্গি শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ৯২২)।**

আরবি শব্দ

ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** আল্লাহ, আদাব, ইসলাম, ইমান, ওজু, কোরবানি, কোরআন, মুসাফির, কিয়ামত, কবুল, গোসল, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, শহিদ, যাকাত, হজ, হারাম, হালাল, হায়াত, দাওয়াত, শরিফ, হজ্জ, মৌলবি, আলেম, ইসলাম, ইনসান, ঈদ।

খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** আদালত, উকিল, বাকি, মক্কেল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, রায়, বকলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, দলিল, নগদ, মহকুমা, দালাল, মুন্সেফ, মোক্তার, জরিমানা, জরিপ, ইস্তফা, জেলা, লোকসান, আব্বা।

গ. **বিবিধ শব্দ:** আক্কেল, আজ, তেজারত, তাকলিফ, তবলা, মোলায়েম, জিরকোনিয়াম, মশগুল, মশকরা, তুফান, শরবত, লেবু, বোরন, তারিখ, বোরকা, ফানুস, খত, খাসি, খালু, দখল, হারেম, ইউনানি, সাবান, ওজন, লাখেরাজ, গোলাম, আলাদা, দলিল।

- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে **তারিখ শব্দটি আরবি** বলা হয়েছে (পৃ. ৫৯৯), কিন্তু নবম দশম শ্রেণির নুতন ব্যাকরণে **তারিখ ফারসি শব্দ** বলা হয়েছে (পৃ. ৫১)।

পর্তুগিজ শব্দ

আতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, ইস্তিরি, ইস্পাত, কেদারা, কামরা, কেরানি, কপি, গির্জা, গুদাম, গামলা, চাবি, জানালা, জালা, পেঁপে, পেরেক, পাউরুটি, পাদরি, পেয়ারা, পিস্তল, ফিতা, বালতি, বোতাম, বারান্দা, বেহালা, বর্গা, ইংরেজি, তোয়ালে, নিলাম, কাফ্রি, কাবাব, বোতল, বোমা, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি, কার্তুজ, সাগু।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারে পাওয়া যায়।

ক. **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে:** কমা, কলেজ, কেরোসিন, চেয়ার, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেনসিল, ব্যাগ, ফেল, বিল, মাস্টার, লাইব্রেরি, টুল, ফুটবল, টেবিল, টিকিট, স্টিমার, রেল, লাইন, পুলিশ, স্টেশন, থিয়েটার, কোম্পানি, ডিসমিস, মাস্টার, সিনেমা।

খ. **পরিবর্তিত উচ্চারণে:** আফিম (Opium), অফিস (Office), বাক্স (Box), স্কুল (School), হাসপাতাল (Hospital), বেঞ্চি (Bench), গেলাস (Glass), জেল (Jail), এজেন্ট (Agent), কামান (Cannon), কৌসুলি (Counsellor)।

আরো কিছু শব্দ:

তুর্কি: আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কাবু, কুলি, কুর্নিশ, কোর্তা, কোর্মা, খাঁ, চাকর, চাকু, চকমক, তোপ, বাবুর্চি, লাশ, বন্দুক, বারুদ, বাবা, সুলতান, বেগম, মুচলেকা, খুকি, চিলমচি।

হিন্দি: ভাই, চাচা, বোন, মামা, মামি, কাহিনি, রুটি, চানাচুর, চাচি, দাদা, খেলনা, গাং, ছোকরা, হালুয়া, লাগাতার, সমঝোতা, ঘুগনি, ইস্তক, খতিয়ান, ফুচকা, ফুলকা, পাঁয়তারা, ঢাড়ি, ঝান্ডা, ঢাল, ঢাউস, ধরতি, ধাঙর, পোখরাজ, মোড়ক, পিচকারি, টোল, জুতা, ধুতি, খাস্তা, খিরা, টহল, পাগড়ি, বাবু, শেরওয়ানি, ঠাণ্ডা, লালচ, লাট্টু, জরু, চাটনি, কলকি, নানা, নানি।

ফরাসি: আঁতাত, কুপন, ক্যাফে, ডিপো, ফরাসি, ওলন্দাজ, গ্যারাজ, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ, আঁতেল, ম্যাটিনি, ম্যাগাজিন, ম্যাংগানিজ, ব্রোঞ্জ, ব্লক, ব্লাউজ, ইস্ক্রুপ, ক্লোরোফিল, কার্নিশ, কার্পেট, কার্বন, ফার্নিচার, ফসিল, পাতলুন, পিকনিক, পিকেটিং, ট্রফি, ভিসা, অ্যাটর্নি, ক্যাবিনেট, ক্যাপসুল, ক্যাফে, ক্যালেন্ডার, ক্যাশিয়ার, গ্লুকোজ, গ্লিসারিন, ক্যাসেট, গ্র্যাচুইটি, ট্র্যাফিক, ট্রেজারি, প্লাস্টিক, প্ল্যান, প্ল্যাটফরম, চকলেট, সিগারেট, ক্যাডার।

লাতিন: ম্যাপ, ম্যাক্সি, ম্যাগনেশিয়াম, ল্যামিলেশন, ল্যাবরেটরি, বোনাস, ফিউজ, ফাইলেরিয়া, টর্পেডো, ডিকশনারি, ডায়াবিটিস, করোটি, ইলেকশন, টাইপিস্ট, অ্যাফিডেভিট, অ্যামিবা, অ্যাসিড, অ্যামেচার, অ্যান্টেনা, ক্যামেরা, ক্যাম্পাস, ট্যালকম, ইউরেনিয়াম, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ইউনিফর্ম, ইউক্যালিপটাস, সেপটিক।

ওলন্দাজ/ডাচ: ক্যারেট, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন, ল্যান্ডস্কেপ, ড্রিল, ড্রেজার, ট্রিগার, ট্রলার, পটাশ, ব্র্যান্ডি।

স্প্যানিশ: হারমাদ, ফার্ম, ডেঙ্গু, ক্যাফেটেরিয়া, আলপাকা, কুইনাইন।

ইতালিয়ান: ফ্যাসিস্ট, মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, ম্যালেরিয়া, কার্টুন, কার্নিভ্যাল, ক্যাসিনো, স্টুডিয়ো, জেব্রো, লাভা।

জাপানি: জুডো, রিকশা, প্যাগোডা, সুনামি, হারিকিরি, হাসনুহানা, ক্যারেটে।

গ্রিক: দাম, কেন্দ্র, ক্লোন, ক্লোরিন, আইসোটোপ, ইউরেনাস।

জার্মান/জর্মন: নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন, ট্রাম।

চীনা: চা, চিনি, লুচি, লিচু, এলাচি, সাম্পান।

তামিল: চুরুট।

বর্মি: ফুঙ্গি, নাপ্পি।

সিংহলি: সিডর (অর্থ-চোখ), বেরিবেরি।

রুশ: বলশেভিক।

গুজরাটি: হরতাল।

অস্ট্রেলিয়ান: বুমেরাং, ক্যাঙ্গারু।

মালয়: কাকাতুয়া, কিরিচ।

তিব্বতি: শেরপা, লামা।

- **চকলেট কোন ভাষার শব্দ:** চকলেট মেক্সিকান শব্দ হিসেবে প্রচলিত। তবে বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে চকলেট শব্দটি ফরাসি শব্দ বলা হয়েছে (পৃ. ৪৩৮)। চকলেট বলতে নানা প্রকার প্রাকৃতিক ও প্রক্রিয়াজাত খাবারকে বোঝায় যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কেকোয়া গাছের বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়।
- হাসনুহানা জাপানি শব্দ হাসনাহেনা বাংলা শব্দ।
- পাঞ্জাবি হিসেবে পরিচিত চাহিদা শব্দটি বাংলা শব্দ ও শিখ শব্দটি সংস্কৃত শিষ্য থেকে এসেছে।

মিশ্র শব্দ

- কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। মিশ্র শব্দকে সংকর শব্দও বলে।

যেমন-

মিশ্র শব্দ	ভাষা	মিশ্র শব্দ	ভাষা
চৌহদ্দি	ফারসি+ আরবি	হাট-বাজার	বাংলা+ফারসি
কালিকলম	বাংলা+আরবি	হেড-মৌলভী	ইংরেজি+ফারসি
শাকসবজি	তৎসম+ফারসি	রাজা-বাদশা	তৎসম+ফারসি
হেড-পণ্ডিত	ইংরেজি+তৎসম	শ্রমিক-মালিক	তৎসম+আরবি
আইনজীবী	আরবি+তৎসম	খ্রিষ্টাব্দ	ইংরেজি+তৎসম
ডাক্তারখানা	ইংরেজি+ফারসি	মাস্টারমশাই	ইংরেজি+তদ্ভব
পকেটমার	ইংরেজি+বাংলা	ডাক্তারবাবু	ইংরেজি+ফারসি
ব্যারোমিটার	গ্রিক+ইংরেজি	বকলম	ফারসি+আরবি
বোমাবাজ	পর্তুগিজ+ফারসি	চৌকিদার	বাংলা+ফারসি

উপসর্গ গঠিত শব্দ	
বেটাইম	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
বেহেড	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
নিটল	বাংলা উপসর্গ + তৎসম

- **খণ্ডিত শব্দ:** শব্দের কোন একটি অংশ যখন এককভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন তাকে খণ্ডিত শব্দ বলে।
  যেমন: টেলিফোন > ফোন, কমলা লেবু > কমলা, মাইক্রোফোন > মাইক।

শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে গঠন অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ।

ক. মৌলিক শব্দ: মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, মা, ফুল, নাক, লাল, তিন, হাত, মাটি, ঢাকা, বাড়ি, পাখি, কালো ইত্যাদি।

খ. সাধিত শব্দ: যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন: গায়ক, প্রহার পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, সংসদ-সদস্য প্রভৃতি। শব্দের দ্বিত্ব করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে।
যেমন: ফিসফিস, ধুমাধুম।

ঘরামি (ঘর + আমি)	ডুবুরি (ডুব্ + উরি)
প্রশাসন (প্র + শাসন)	গরমিল (গর + মিল)
উপহার (উপ + হার)	প্রহার (প্র + হার)
শীতল (শীত + ল)	গৌরব (গুরু + ষ্ণ)
নেয়ে (না + ইয়া)	চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ)
চলন্ত (চল্ + অন্ত)	নীলাকাশ (নীল যে আকাশ)

শব্দের অর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ

শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

যথা: যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

ক. যৌগিক শব্দ: যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যাবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

যেমন: দৌহিত্র, সাংবাদিক, গায়ক, মধুর, মিতালি, জলজ, চিকামারা ইত্যাদি।

শব্দ	গঠন	অর্থ
কর্তব্য	কৃ + তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর ভাব।
মধুর	মধু + র	মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত।
গায়ক	গৈ + ণক (অক)	গান করে যে।
দৌহিত্র	দুহিতা + ষ্ণ্য	কন্যার পুত্র, নাতি।
লাজুক	লাজ + উক	লজ্জাবোধ করে এমন।

খ. রূঢ়ি শব্দ: যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।

যেমন: হস্তী, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ, হরিণ ইত্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
হস্তী (হস্ত + ইন)	অর্থ: হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।
গবেষণা (গো+এষণা)	অর্থ: গোরু খোঁজা। কিন্তু গভীরতম অর্থ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।
বাঁশি	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
তৈল	শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে-কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন: বাদাম তেল।
প্রবীণ	শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্টরূপে বীনা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
সন্দেশ	শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে সংবাদ। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে মিষ্টান্ন বিশেষ।
হরিণ	হরণ করেছে এমন কিছু না বুঝিয়ে একটি প্রাণীকে বোঝায়।

গ. যোগরূঢ় শব্দ: সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে।

যেমন: পঙ্কজ, রাজপুত, জলদ, আদিত্য, তুরঙ্গম, চাঁদমুখ, সুহৃৎ ইদ্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।
রাজপুত	রাজার পুত্র অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ 'মৃত্যু'।
জলধি	'জল ধারণ করে এমন অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
তুরঙ্গম	'স্ত্রী না থাকলেও যে সংযমী থাকতে পারে বা ইচ্ছে করলেই দৌড়ের বেগ যে বাড়াতে পারে' অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু ঘোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

লিঙ্গ প্রকরণ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ চিহ্ন। সংস্কৃত লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম, লিঙ্ + অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের বিশেষ অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি শব্দ স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না হলে ক্লীববাচকও হতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রধানত বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গের পার্থক্য হয়। কেবল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদ রয়েছে। প্রাণী হয় পুরুষ না হয় স্ত্রী, যারা প্রাণী নয় তাদের পুরুষ ও স্ত্রী নেই, তারা ক্লীব অপর কোনো কোনটি পুরুষ ও স্ত্রী দুটিই বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য পদের চার প্রকার লিঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে–

১. পুংলিঙ্গ	২. স্ত্রীলিঙ্গ
৩. ক্লীবলিঙ্গ	৪. উভয়লিঙ্গ

১. পুংলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বোঝায়, তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– বাবা, কাকা, দাদা, ছেলে, প্রবীণ, কিশোর ইত্যাদি।

২. স্ত্রীলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা স্ত্রী বোঝায়, তাদের স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন: মা, কাকি, দাদি, নানি, প্রবীণা, কিশোরী ইত্যাদি।

৩. ক্লীবলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই বোঝায় না, তাদের ক্লীবলিঙ্গ বলে।

যেমন: গাছ, পাহাড়, পর্বত, ফল, টেবিল, বই ইত্যাদি।

৪. উভয়লিঙ্গ

উপর্যুক্ত তিনটি লিঙ্গ ছাড়াও ব্যাকরণে আরেকটি লিঙ্গ স্বীকৃত, তা হলো উভয়লিঙ্গ। এগুলো স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই বোঝায়।

যেমন: শিশু, কবি, ডাক্তার, শিল্পী ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের কোনো লিঙ্গ হয় না। তবে, অনেক সময় বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী লিঙ্গ হয়ে থাকে।

যেমন:

পুংলিঙ্গ বিশেষণ	স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ
জ্যেষ্ঠ পুত্র	জ্যেষ্ঠা কন্যা
মুহতারাম, জনাব	মুহতারামা, জনাবা
মাননীয়	মাননীয়া
বুদ্ধিমান বালক	বুদ্ধিমতী বালিকা
শিক্ষিত ভদ্রলোক	শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা

লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তর

(ক) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়মাবলি

১. অ-কারান্তে পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সভ্য	সভ্যা	নবীন	নবীনা	বরণীয়	বরণীয়া
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শিষ্য	শিষ্যা	চপল	চপলা
প্রিয়	প্রিয়া	মনোহর	মনোহরা	ক্রৌঞ্চ	ক্রৌঞ্চা
মাননীয়	মাননীয়া	উত্তম	উত্তমা	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
মলিন	মলিনা	সহোদর	সহোদরা	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	কৃপণ	কৃপণা	প্রাচীন	প্রাচীনা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	জীবিত	জীবিতা	কৃশ	কৃশা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	অশ্ব	অশ্বা	কমণীয়	কমণীয়া

২. অ এবং আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের শেষে 'ঈ'-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তরুণ	তরুণী	মানব	মানবী	রজক	রজকী
ষোড়শ	ষোড়শী	স্নেহময়	স্নেহময়ী	কর্তা	কর্ত্রী
দেব	দেবী	সুন্দর	সুন্দরী	নেতা	নেত্রী
নর্তক	নর্তকী	শূকর	শূকরী	পাগল	পাগলী
দাতা	দাত্রী	মামা	মামী	হরিণ	হরিণী শঙ্কর
শঙ্করী	ঈশ্বর	ঈশ্বরী	মৎস্য	মৎস্যী	পিতামহ
পিতামহী	নদ	নদী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী	ছোড়া ছোড়ী
তাপস	তাপসী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী		

৩. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অক্ থাকলে অক্ -কে ইক করে নিয়ে তার শেষে আ-প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গায়ক	গায়িকা	প্রেরক	প্রেরিকা	নায়ক	নায়িকা
বাহক	বাহিকা	পাচক	পাচিকা	সাধক	সাধিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
পালক	পালিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা	চালক	চালিকা

৪. কতগুলো পুংলিঙ্গের শেষে 'আনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	মাতুল	মাতুলানী	চাকর	চাকরানী
মেথর	মেথরানী	চৌধুরী	চৌধুরানী	মোগল	মোগলানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	নাপিত	নাপিতানী
উপধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	বন	বনানী	শূদ্র	শূদ্রানী

৫. কতকগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী	সাপ	সাপিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	পাগল	পাগলিনী	সঙ্গী	সঙ্গিনী
গোপ	গোপিনী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী
বাঘ	বাঘিনী	চাতক	চাতকিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
রজক	রজকিনী	ভিখারী	ভিখারিনী	মালী	মালিনী

৬. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'নী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভিখারী	ভিখারিনী	কৃষাণ	কৃষাণী	ধোপা	ধোপানী
মায়াবী	মায়াবিনী	অভাগা	অভাগিনী	বেদে	বেদেনী
দুঃখী	দুঃখিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	জেলে	জেলেনী
বিদেশি	বিদেশিনী	ডাক্তার	ডাক্তারনী	প্রেত	প্রেতনী
নাতি	নাতনি	ননদাই	ননদিনী	কুমার	কুমারণী

৭. ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাদশা	বেগম	পুরুষ/নর	নারী	কুলি	কমিন
বর	কনে	চাকর	ঝি	ভাই	ভাবী/বোন
স্বামী	স্ত্রী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	দেবর	ননদ/জা
খালু	খালা	সাধু	সাধ্বী	বিপত্নীক	বিধবা
লর্ড	লেডি	ভূত	পেত্নী	পুত্র	কন্যা
দুলহা	দুলহিন	ফুফা	ফুফু	খানসামা	আয়া
বিদ্বান	বিদুষী	খান	খানম	আব্বা	আম্মা
ঁড়ে	বকনা	শুক	শারি	গোলাম	বাঁদী

৮. 'বান', 'মান', 'আন', স্থলে 'অতী' 'য়সী' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতী	ভূয়ান	ভূয়সী	জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী
মহিয়ান	মহীয়সী	শ্রীমান	শ্রীমতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী
মতিমান	মতিময়ী	গরিয়ান	গরীয়সী		

৯. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ন' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাতী	নাতিন	ঠাকুর	ঠাকুরণ

১০. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'আইন' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেয়াই	বেয়াইন	হুজুর	হুজুরাইন	দুলহা	দুলহাইন

১১. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'বিনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তেজস্বী	তেজস্বিনী	ওজস্বী	ওজস্বিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
মেধাবী	মেধাবিনী	পয়স্বী	পয়স্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী

১২. কর্তা, দাতা ইত্যাদি পুংলিঙ্গকে অর্থাৎ 'ত' কে 'ত্রী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	কর্তা	কর্ত্রী	শিক্ষাদাতা	শিক্ষাদাত্রী
ধাতা	ধাত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী

১৩. পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, অৎ, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাবলির শেষে 'ঈ' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গরীয়ান	গরীয়সী	জলচর	জলচরী	আয়ুষ্মান	আয়ুষ্মতী
প্রেয়স	প্রেয়সী	ধীমান	ধীমতী	তাদৃশ	তাদৃশী
দয়াময়	দয়াময়ী	হিতকর	হিতকরী	মধুকর	মধুকরী
মায়াবিন	মায়াবিনী	মানিন	মানিনী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী	বলবৎ	বলবতী
বৃহৎ	বৃহতী	খেচর	খেচরী	ভগবৎ	ভগবতী

১৪. পুরুষবাচক শব্দের আগে অথবা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিল্পী	নারী শিল্পী	সৈন্য	মহিলা সৈন্য
ভাই	ভাই-বৌ	প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
নাতি	নাত-বৌ	ভাগনে	ভাগনে-বৌ

১৫. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	'পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	ষাঁড় গরু	গাই গরু
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	মর্দা উট	মাদী উট
হুলু বিড়াল	মেনী/মাদী বিড়াল	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

১৬. কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেবর	ননদ, জা	ভাই	বোন, ভাবী
পুত্র	কন্যা, পুত্রবধূ	বন্ধু	বান্ধবী, বন্ধুপত্নী
দাদা	দাদি,বৌদি	শিক্ষক	শিক্ষিকা, শিক্ষয়ত্রী

(খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

১. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে 'স্ত্রী' হয়।

যেমন: নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী ইত্যাদি।

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়।

যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী
রূপবান	রূপবতী	শ্রীমান	শ্রীমতি
গুণবান	গুণবতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী

৩. কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়।

যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
নর	নারী	বন্ধু	বান্ধবী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	যুবক	যুবতী
শিক্ষক	শিক্ষয়ত্রী	স্বামী	স্ত্রী
পতী	পত্নী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ

৪. বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মুহ্তারিম	মুহ্তারিমা	সুলতান	সুলতানা
খান	খানম	মরদ	জেনানা
মালেক	মালেকা	সাহেব	বিবি, মেম

➲ **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ:** বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী।

➲ **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ:** সধবা, বিধবা, সৎমা, সতীন, সজনী, অঙ্গনা, ললনা, রুপসী ডাইনী, পেত্নী, শাকচুন্নী, দাই, এয়ো।

➲ **উভয়লিঙ্গ শব্দ:** সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতী, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি, জল, পাখি।

➲ লিঙ্গ সম্পর্কিত কতিপয় ধারণা

১. পুরুষবাচক শব্দের সাথে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী এবং আগের 'ঈ' 'ই' হয়।

যেমন: ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী, অভাগী-অভাগিনী, ননদ-ননদিনী, গোপী-গোপিনী।

২. অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গে 'ইকা' হয় যেমন-গায়িকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা।

৩. ই প্রত্যয় যুক্ত হলে স্ত্রী লিঙ্গে শব্দের অন্ত য-ফলা (্য) লোপ পায়। যেমন: মনুষ্য-মনুষী, মৎস্য-মৎসী, মাধুর্য-মাধুর্যী।

৪. ইন ও বিন - অন্ত শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে ঈ-(প্রসারে ইনী) হয়। যেমন– গুণিন > গুণী-গুণিনী, মায়াবিন > মায়াবী-মায়াবিনী, তেজস্বীন > তেজস্বী-তেজস্বিনী।

৫. জায়া অর্থে 'ভব' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে আনী হয় যেমন- ভব-ভবানী, শিব-শিবানী।

৬. কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন–পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে-মেয়েছেলে, মদ্দা হাঁস-মাদী হাঁস।

৭. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক করা হয়। যেমন: কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার – মহিলা ডাক্তার, কর্মী-মহিলা কর্মী।

৮. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের সাথে তা থাকলে স্ত্রী বাচকতায় ত্রী হয়। যেমন: নেতা-নেত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

৯. কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন- বোন পো-বোন ঝি, ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, ঠাকুর পো-ঠাকুর ঝি।

এক কথায় উত্তর

০১. 'মনঃকষ্ট'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ মনঃ + কষ্ট।
০২. 'পিত্রালয়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ পিতৃ + আলয়।
০৩. 'ততোধিক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ☞ ততঃ +অধিক।
০৪. 'রবীন্দ্র' – এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? ☞ রবি + ইন্দ্র।
০৫. 'নিরবধি' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? – নির + অবধি।
০৬. 'পর্যালোচনা' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ পরি + আলোচনা।
০৭. 'ভজ + ক্ত' –এর সন্ধিবদ্ধ শব্দ হলো ☞ ভক্ত।
০৮. 'সংবাদ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ সম + বাদ।
০৯. 'লবণ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ লো + অণ।
১০. 'বহ্ন্যুৎসব' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাই ☞ বহ্নি + উৎসব।
১১. 'নাবিক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ নৌ + ইক।
১২. 'চলচ্চিত্র' –এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ চলৎ + চিত্র।
১৩. বৃষ্টি একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ☞ বৃষ+তি।
১৪. পদ্ধতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ☞ পদ্ + হতি।
১৫. 'বৃহস্পতি' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ☞ বৃহৎ + পতি।
১৬. 'মনোযোগ' শব্দটি কোন সন্ধিতে গঠিত? ☞ বিসর্গ সন্ধি।
১৭. 'বনস্পতি'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বন + পতি।
১৮. 'দুচ্চার' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ দুৎ + চার।
১৯. প্রত্যুষ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ প্রতি + উষ।
২০. 'মনীষা'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ মনস্ + ঈষা।
২১. 'শীতার্ত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ শীত + ঋত।
২২. 'দৈনিক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ দিন + এক।
২৩. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ জন + এক।
২৪. 'অহরহ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ অহঃ + অহ।
২৫. 'ব্যর্থ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বি + অর্থ।
২৬. 'উল্লাস' এর সন্ধিবিচ্ছেদ ☞ উৎ + লাস।
২৭. 'মনস্তাপ'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ মনঃ + তাপ।
২৮. 'কাঁদুনি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে ☞ কাঁদ + উনি।
২৯. 'মোড়ক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ মুড়+ অক।
৩০. 'যদ্যাপি' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ যদি + অপি।
৩১. সংসার' –এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ সম্ + সার।
৩২. 'ধার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হবে ☞ ধার +অ।
৩৩. "বৈঠক" শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বৈঠ্ + ক।
৩৪. 'যাচ্ছেতাই' এর সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ ☞ যা + ইচ্ছে+তাই।
৩৫. 'পনির' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ পন্ + ই+র।
৩৬. 'জলৌকা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ জল + ওকা।
৩৭. 'স্বাগত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ সু + আগত।
৩৮. দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে কী বলে? ☞ সন্ধি।
৩৯. 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ ☞ ক্ষুধা + ঋত।
৪০. 'ষোড়শ' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ ষট + দশ।
৪১. 'নিশ্চয়' -এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ নিঃ + চয়।
৪২. 'এদ্দুর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ ☞ এত + দূর।
৪৩. 'শিরঃ + ছেদ' -এর সন্ধি ☞ শিরশ্ছেদ।
৪৪. 'তন্বী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ তনু + ঈ।
৪৫. 'বজ্জাত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বদ্ + জাত।
৪৬. 'বাগদান'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বাক্ + দান।
৪৭. 'গবেষণা'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ গো + এষণা।
৪৮. 'দুর্যোগ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ দুঃ + যোগ।
৪৯. 'ছেলেমি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ ছেলে + আমি।
৫০. 'নিষ্ঠা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ নিঃ + ঠা।
৫১. 'সন্ধান' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ সম্ + ধান।
৫২. মহেন্দ্র ☞ মহা + ইন্দ্র।
৫৩. 'আশ্চর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ আ + চর্য।
৫৪. 'পুরস্কার' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ পুরঃ + কার।
৫৫. 'দিব + লোক' কোন সন্ধির উদাহরণ? ☞ স্বরসন্ধি।
৫৬. 'রান্না'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ রাঁধ্ + না।
৫৭. 'দুশ্চরিত্র'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ দুঃ + চরিত্র।
৫৮. 'অত্যন্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ অতি + অন্ত।
৫৯. 'অধোগতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ অধঃ + গতি।
৬০. 'তপোবন' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ তপঃ + বন।
৬১. 'উদ্যোগ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ উৎ + যোগ।
৬২. 'বিচ্ছিন্ন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ বি + ছিন্ন।
৬৩. 'পরীক্ষা' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ পরি + ঈক্ষা।
৬৪. ষষ্ঠ এর সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ ষষ্ + থ।
৬৫. 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ চতুঃ + পদ।
৬৬. 'সতীশ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ সতী + ঈশ।

৬৭. 'মতৈক্য' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ মত + ঐক্য।
৬৮. জাতি + অভিমান ☞ জাত্যভিমান।
৬৯. 'মৃন্ময়' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর ☞ মৃৎ + ময়।
৭০. ক্ষুৎপিপাসা শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? ☞ ক্ষুধ্ + পিপাসা।
৭১. ক্ষুণ্নিবৃত্তি শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ☞ ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি।
৭২. ধ্বনিবাচক দ্বিরুক্ত শব্দ ☞ কড়কড়।
৭৩. বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর – কোন ধরনের শব্দ? ☞ পদের দ্বিরুক্তি।
৭৪. 'বই-টই নিয়ে পড়তে বসো' 'বই-টই' কী অনুচর? ☞ দ্বিরুক্তি।
৭৫. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে? ☞ শব্দ।
৭৬. উৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ☞ পাঁচটি।
৭৭. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ? ☞ বর্মি।
৭৮. 'শাকসবজি' শব্দটির উৎপত্তি ☞ তৎসম + ফারসি।
৭৯. 'চানাচুর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? ☞ হিন্দি।
৮০. 'রুইতন" শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ ওলন্দাজ।
৮১. 'চকমক' শব্দটি এসেছে ☞ তুর্কি।
৮২. হরতাল কোন ভাষার শব্দ? ☞ গুজরাটি।
৮৩. 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ ☞ ফারসি।
৮৪. গাং শব্দটি ☞ হিন্দি।
৮৫. 'কুলি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ তুর্কি।
৮৬. 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ? ☞ তুর্কি।
৮৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লেবু' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ ফারসি।
৮৯. 'জানাযা' শব্দটি ☞ বিদেশি।
৯০. 'জানালা' শব্দটি ☞ পর্তুগিজ।
৯১. 'পানি' শব্দটি বাংলা কোন ভাষা থেকে এসেছে? ☞ হিন্দি।
৯২. 'নামায' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? – ফারসি।
৯৩. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ? ☞ অর্ধ-তৎসম।
৯৪. 'চকলেট' কোন দেশের ভাষার শব্দ? ☞ মেক্সিকান।
৯৫. 'খোদা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ☞ ফারসি।
৯৬. 'খ্রিষ্টাব্দ' হচ্ছে ☞ মিশ্র শব্দ।
৯৭. তদ্ভব-এর অর্থ হলো ☞ তার থেকে উৎপন্ন।
৯৮. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কি শব্দ বলে? ☞ দেশি।
৯৯. 'হাটবাজার' কোন কোন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত? ☞ বাংলা ও ফারসি।
১০০. 'ম্যালেরিয়া' কোন ভাষার শব্দ? ☞ ইংরেজি।
১০১. 'হরতন' কোন ভাষার শব্দ? ☞ ওলন্দাজ।
১০২. 'ডাক্তার বাবু' কোন শ্রেণির শব্দ? ☞ মিশ্র।
১০৩. যেসব শব্দ মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে কী বলে? ☞ রূঢ়ি শব্দ।
১০৪. যে সব শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে বলে ☞ যৌগিক শব্দ।
১০৫. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ? ☞ যৌগিক।
১০৬. চা, লিচু, লুচি কোন জাতীয় শব্দ? ☞ চৈনিক।
১০৭. 'পাউরুটি' কোন ভাষার শব্দ? ☞ পর্তুগিজ।
১০৮. 'ইংরেজ' কোন ভাষার শব্দ? ☞ পর্তুগিজ।
১০৯. 'আলকাতরা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ ফারসি।
১১০. 'রেস্তোরাঁ কোন ভাষার শব্দ? ☞ ফরাসি।
১১২. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে ☞ ফারসি থেকে।
১১৩. চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ ☞ চাঁদ।
১১৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটি কোন দেশীয়? ☞ পর্তুগিজ।
১১৫. 'রিকসা' কোন ভাষার শব্দ? ☞ জাপানি।
১১৬. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় ☞ রূপ।
১১৭. চাঁদ + মুখ কোন ধরনের শব্দ? ☞ যোগরূঢ় শব্দ।
১১৮. 'সুহৃদ' কি ধরনের শব্দ ☞ যোগরূঢ় শব্দ।
১১৯. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারে বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে? ☞ ৮%
১২০. 'ধুম্র' শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত? ☞ তৎসম।
১২১. 'শাড়ি' শব্দের উৎস ☞ 'সংস্কৃত শাচী'।
১২২. "ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি" বাছা শব্দটি ☞ তদ্ভব।
১২৩. গেরাম কোন জাতীয় শব্দ ☞ অর্ধ-তৎসম।
১২৪. 'কৃষ্ণ'-এর অর্ধ-তৎসম শব্দ ☞ কেষ্ট।
১২৫. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে? ☞ দেশি।
১২৬. Boron এবং Zirconium নাম দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ☞ আরবি।
১২৭. 'বকলম' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে ☞ আরবি ভাষা থেকে।
১২৮. 'জঙ্গল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে ☞ ফারসি।
১২৯. 'সোয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ ফারসি।
১৩০. 'আঁতাত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ☞ ফারসি।
১৩১. 'পুলিশ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ☞ ইংরেজি।
১৩২. 'খিস্তিখেউড়' কোন ভাষার শব্দ? ☞ বাংলা।
১৩৩. 'খানসামা রেস্তোরায় টাইমলি হাজির' এ বাক্যে আছে যথাক্রমে ☞ ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, আরবি।
১৩৪. 'হাতে হাতে ফল পাওয়া' বাক্যাংশে 'হাতে হাতে' হলো ☞ দ্বিরুক্তি শব্দদ্বৈত।
১৩৫. 'সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে-এখানে 'খাঁ খাঁ হলো ☞ দ্বিরুক্তি
১৩৬. 'মাথা-মুণ্ডু' কোন ধরনের শব্দ? ☞ ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
১৩৭. 'রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ পায় ☞ আধিক্য

Teacher's Work

০১. 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. পর্তুগিজ খ. ফরাসি
গ. আরবি ঘ. ফারসি

০২. 'গীর্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. ফারসী খ. পর্তুগীজ
গ. ওলন্দাজ ঘ. পাঞ্জাবী

০৩. 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. যৌগিক খ. তৎসম
গ. দেশী ঘ. অর্ধ-তৎসম

০৪. সদ্যোজাত শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. সদ্য + জাত খ. সদ্যো + জাত
গ. সদ্যঃ + জাত ঘ. সদ্য + জাত

০৫. 'দুরবস্থা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? *[৩৯তম বিসিএস]*
ক. দু ঃ + অবস্থা খ. দু + অবস্থা
গ. দু ঃ + আবস্থা ঘ. দূ ঃ + আবস্থা

০৬. কোনটি মৌলিক শব্দ ? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. মানব খ. গোলাপ
গ. একাঙ্ক ঘ. ধাত

০৭. 'হেড মৌলভী' কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. ইংরেজি + ফারসি খ. ইংরেজি + আরবি
গ. তুর্কি + আরবি ঘ. ইংরেজি + পুর্তুগিজ

০৮. 'রবীন্দ্র' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কি? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. রবী + ন্দ্র খ. রবি + ঈন্দ্র
গ. রবি + ইন্দ্র ঘ. রব + ইন্দ্র

০৯. বাংলা ভাষার শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. সমাস দ্বারা
খ. উপসর্গ যোগে
গ. লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা
ঘ. ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয়

১০. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. দ্বীপ + আয়ন খ. দ্বিপ + অনট
গ. দ্বীপ + আয়ন ঘ. দ্বীপ + অনট

১১. কোনটি সাধিত শব্দ নয়? *[৩২তম বিসিএস]*
ক. পানসা খ. ফুলেল
গ. গোলাপ ঘ. হাতল

১২. কোনটি ইংরেজি শব্দ? *[৩২তম বিসিএস]*
ক. ম্যাজেন্ট খ. পিস্তল
গ. আলমারি ঘ. কমা

১৩. 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? *[৩১তম বিসিএস]*
ক. ফার্সি খ. তুর্কি
গ. পর্তুগিজ ঘ. আরবি

১৪. সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? *[৩১তম বিসিএস]*
ক. ব্যঞ্জন ধ্বনি খ. স্বরধ্বনি
গ. নিপাতনে সিদ্ধ ঘ. বিসর্গ সন্ধি

১৫. বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- *[৩০তম বিসিএস]*
ক. বাগ + অম্বর খ. বাগ + আড়ম্বর
গ. বাক্ + অম্বর ঘ. বাক্ + আড়ম্বর

১৬. গ্রিক শব্দ কোনটি? *[২৭তম বিসিএস]*
ক. তুফান খ. লুঙ্গী
গ. কুশন ঘ. দাম

১৭. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? *[২৭তম বিসিএস]*
ক. বাক্ + দান = বাগদান
খ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
গ. পর + পর = পরস্পর
ঘ. সম + সার = সংসার

১৮. দাপ্তরিক কোন শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. আইন খ. দাখিল
গ. এজেন্ট ঘ. মুচলেকা

১৯. কোন শব্দটি ফারসি? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. মুসাফির খ. তকদির
গ. পেরেশান ঘ. মজলুম

২০. 'চৌ-হদ্দি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে হয়েছে? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. বাংলা+ফারসি খ. সংস্কৃত+ফারসি
গ. ফারসি+আরবি ঘ. সংস্কৃত+আরবি

২১. 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ? *[২৪তম বিসিএস]*
ক. আরবি খ. ফারসি
গ. হিন্দি ঘ. তুর্কি

২২. 'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে? *[বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]*
ক. ফারসি ও ইংরেজি শব্দে
খ. ফারসি ও ইংরেজি শব্দে
গ. ফারসি ও ফরাসি শব্দে
ঘ. ফারসি ও হিন্দি শব্দে

২৩. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- *[২৩তম বিসিএস]*
ক. কল্যাণীয়েষু খ. সুচরিতেষু
গ. শ্রদ্ধাস্পদাসু ঘ. প্রীতিভাজনেষু

২৪. 'প্রাতরাশ'-এর সন্ধি- *[২৩তম বিসিএস]*
ক. প্রাত + রাশ খ. প্রাতঃ + রাশ
গ. প্রাতঃ + আশ ঘ. প্রাত + আশ

২৫. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? *[২৩তম বিসিএস]*
ক. হিন্দি খ. উর্দু
গ. পর্তুগিজ ঘ. গ্রিক

২৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান'– এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন শব্দ? *[২০তম বিসিএস]*
ক. অবস্থাবাচক শব্দ
খ. বাক্যলঙ্কার অব্যয়
গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ
ঘ. দ্বিরুক্তি শব্দ

২৭. 'বাবেল মান্দেব' কি শব্দ? *[২৩তম বিসিএস]*
ক. ফারসি খ. উর্দু
গ. আরবি ঘ. ইংরেজি

২৮. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? *[১৮তম বিসিএস]*
ক. পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
গ. উচ্চারণের সুবিধা ঘ. চিহ্ন

২৯. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না? *[১৮তম বিসিএস]*
ক. বেয়াই খ. সাহেব
গ. কবিরাজ ঘ. সঙ্গী

৩০. কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে? *[১৮তম বিসিএস]*
ক. ননদ খ. আয়া
গ. প্রিয়া ঘ. শিষ্য

৩১. 'ষড়ঋতু' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল- *[১৭তম বিসিএস]*
ক. ষট্ + ঋতু খ. সট্ +ঋতু
গ. ষড় + ঋতু ঘ. ষট + ঋতু

৩২. শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমষ্টিকে ভাগ করা যায়– *[১৭তম বিসিএস]*
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৩৩. পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়েছে– *[১৭তম বিসিএস]*
ক. টেবিল খ. চেয়ার
গ. বালতি ঘ. শরবত

৩৪. 'দ্যুলোক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৫তম বিসিএস]*
ক. দেব + লোক খ. দীব + লোক
গ. দিব + লোক ঘ. দুল + ওক

৩৫. মৌলিক শব্দ কোনটি? *[১৪তম বিসিএস]*
ক. গোলাপ খ. শীতল
গ. নেয়ে ঘ. গৌরব

৩৬. বাংলা ভাষা কোন শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা হতে? *[১২তম বিসিএস]*
ক. চাকু, চাকর খ. খদ্দর, হরতাল
গ. চা, চিনি ঘ. রিকসা, রেস্তরা

৩৭. কোন দ্বিরুক্তি শব্দ দুটি বহুবচন নির্দেশ করে? *[১০ম বিসিএস]*
ক. পাকা পাকা আম খ. ছিঃ ছিঃ কি করছ
গ. নরম নরম হাত ঘ. উড়ু উড়ু মন

৩৮. 'রত্নাকর'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে? *[১০তম বিসিএস]*
ক. রত্ন + আকর খ. রত্না + আকর
গ. রত্না + অকর ঘ. রত্ন + অকর

৩৯. আনারস ও চাবি শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসছে? *[১০ম বিসিএস]*
ক. ওলান্দাজ খ. তুর্কি
গ. পর্তুগিজ ঘ. ফারসি

৪০. কোনটি তদ্ভব শব্দ? *[১০ম বিসিএস]*
ক. চাঁদ খ. সূর্য
গ. নক্ষত্র ঘ. গগন

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	ক

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কি বলে?
ক. পদ খ. শব্দ গ. ধাতু ঘ. প্রকৃতি

২. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-
ক. বাক্য খ. উপসর্গ গ. শব্দ ঘ. প্রত্যয়

৩. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-
ক. পদ খ. ধ্বনি গ. কারক ঘ. বর্ণ

৪. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?
ক. রূপ খ. বাক্য গ. শব্দাংশ ঘ. অর্থ

৫. নতুন শব্দ গঠন করে-
ক. সন্ধি ও সমাস খ. সন্ধি ও কারক
গ. সমাস ও পদ ঘ. প্রত্যয় ও পুরুষ

৬. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-
ক. ৫ প্রকার খ. ৪ প্রকার
গ. ৩ প্রকার ঘ. ২ প্রকার

৭. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?
ক. তিন খ. দুই গ. পাঁচ ঘ. চার

৮. কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না-
ক. যৌগিক শব্দ খ. যোগরূঢ় শব্দ
গ. রূঢ়ি শব্দ ঘ. মৌলিক শব্দ

৯. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ক. গোলাপ খ. শীতল গ. নেয়ে ঘ. গৌরব

১০. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক. লোনা খ. ডিঙ্গা গ. ফুল ঘ. চাকা

১১. যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে বলে-
ক. যৌগিক শব্দ খ. যোগরূঢ় শব্দ
গ. রূঢ়ি শব্দ ঘ. মৌলিক শব্দ

১২. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?
ক. যৌগিক খ. রূঢ়ি গ. যোগরূঢ় ঘ. অব্যয়

১৩. বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?
ক. ৫% খ. ৮% গ. ১০% ঘ. ১২%

১৪. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে-
ক. আরবি থেকে খ. হিন্দি থেকে
গ. উর্দু থেকে ঘ. ফারসি থেকে

১৫. তৎসম শব্দ বলতে কি বোঝায়?
ক. তদ্ভব শব্দ খ. দ্বিরুক্তি
গ. সংস্কৃত শব্দ ঘ. কৃদন্ত শব্দ

১৬. সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সোজাসুজি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে কি বলে?
ক. দেশি শব্দ খ. অর্থ-তৎসম শব্দ
গ. তৎসম শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ

১৭. কোনটি তৎসম শব্দ?
ক. হস্ত খ. চেয়ার গ. আনারস ঘ. টেবিল

১৮. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দ?
ক. জীবন খ. গোয়ালা গ. পেট ঘ. ডিঙ্গি

১৯. তৎসম শব্দ কোনটি?
ক. বৈষ্ণব খ. পেট গ. চামার ঘ. ঈমান

২০. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ক. চাঁদ খ. ভবন গ. বালতি ঘ. হরতাল

২১. কোনটি তৎসম শব্দ?
ক. চা খ. চেয়ার গ. কান ঘ. ধর্ম

২২. কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ?
ক. মোক্তার খ. চাহিদা গ. ক্ষেত্র ঘ. জ্যোৎস্না

২৩. বাংলা ব্যাকরণে কোন পদ সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?
ক. বিশেষণ খ. অব্যয় গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষ্য

২৪. 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. সুখী খ. সারী গ. কুকী ঘ. শুকা

২৫. 'অরণ্য' এর লিঙ্গান্তর কী?
ক. আরণ্য খ. অরণী গ. অরণ্য ঘ. অরণ্যানী

২৬. 'বাদশাহ' এর লিঙ্গান্তর কোনটি?
ক. রানী খ. বাদশানী গ. বেগম ঘ. সম্রাজ্ঞী

২৭. 'কুলি' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. মহিলা কুলি খ. কুলিনী গ. কামিন ঘ. কামিনী

২৮. নিচের কোন স্ত্রীবাচক শব্দের দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে?
ক. ননদ খ. নবীন গ. কুলটা ঘ. কবিরাজ

২৯. 'দেবর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক. নন্দাই খ. ননদ গ. ভাবী ঘ. দেবী

৩০. 'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী-
ক. বহুপত্নীক খ. সধবা গ. বিপত্নীক ঘ. অধবা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	গ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	গ

Self Study

১. যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক. জলদ খ. জলজ গ. বনজ ঘ. সহজ

২. সুহৃদ কী ধরনের শব্দ?
ক. মৌলিক খ. রূঢ়ি গ. যোগরূঢ় ঘ. যৌগিক

৩. কোনটি সাধিত শব্দ নয়?
ক. পানসা খ. ফুলেল গ. গোলাপ ঘ. হাতল

৪. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক. মানব খ. গোলাপ গ. একাঙ্ক ঘ. ধাতব

৫. কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
ক. জলধি খ. মধুর গ. কর্তব্য ঘ. প্রবীণ

৬. যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?
ক. নদী খ. ঝরণা গ. জলধি ঘ. পাথার

৭. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক. দৌহিত্র খ. বাঁশি গ. তুরঙ্গম ঘ. তৈল

৮. অর্থ অনুসারে 'হরিণ' কোন ধরণের শব্দ?
ক. যৌগিক খ. মৌলিক গ. যোগরূঢ় ঘ. রূঢ়ি

৯. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ক. শ্রবণ খ. পাঠক গ. পরিষ্কার ঘ. কালো

১০. বাক্যে একের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কি বলে?
ক. আকাঙ্ক্ষা খ. দৃঢ়তা গ. আসত্তি ঘ. যোগ্যতা

১১. 'লাজুক' কোন ধরনের শব্দ?
ক. মৌলিক খ. রূঢ়ি গ. যোগরূঢ় ঘ. যৌগিক

১২. কোনটি যৌগিক শব্দ?
ক. তৈল খ. রেশম গ. দৌহিত্র ঘ. মহাযাত্রা

১৩. চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ-
ক. চন্দ খ. চাঁদ গ. চান্দ্র ঘ. চন্দ্রিমা

১৪. 'চাঁদ' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক. তৎসম খ. অর্ধ-তৎসম গ. তদ্ভব ঘ. দেশি

১৫. নিচের কোন শব্দটি তদ্ভব?
ক. হাত খ. কর্তা গ. মৎস্য ঘ. কার্য

১৬. 'পাখি' কোন ধরনের শব্দ?
ক. সংস্কৃত খ. বিদেশি গ. তদ্ভব ঘ. অপভ্রংশ

১৭. কোনটি তদ্ভব শব্দ নয়?
ক. বের খ. নাচ গ. দুই ঘ. পুস্তক

১৮. কোনটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ?
ক. মই খ. জোছনা গ. পাতা ঘ. কাগজ

১৯. 'ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি'- 'বাছা' শব্দটি?
ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. দেশি ঘ. অর্ধ-তৎসম

২০. 'মা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ল্যাটিন খ. আরবি গ. হিন্দি ঘ. তদ্ভব

২১. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ?
ক. তৎসম খ. অর্ধ-তৎসম গ. দেশি ঘ. তদ্ভব

২২. নিচের কোনটি অর্ধ-তৎসম শব্দ?
ক. গিন্নি খ. হস্ত গ. গঞ্জ ঘ. তসবি

২৩. কোনটি দেশি শব্দ?
ক. গিন্নি খ. কৃপণ গ. টোপর ঘ. মাথা

২৪. দেশি শব্দ কোনটি?
ক. চাঁদ খ. ডাব গ. ঈদ ঘ. চশমা

২৫. 'কুঁড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. দেশি ঘ. বিদেশি

২৬. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ?
ক. সতীন খ. বিধাতা গ. সপত্নী ঘ. বিপত্নী

২৭. নিচের কোন শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না?
ক. রাঁধুনি খ. সতীন গ. কবি ঘ. আচার্য

২৮. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. হুজুরাইন খ. ঠাকুরণ গ. পাগলী ঘ. ডাইনি

২৯. 'ধোপা' শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. ধুপী খ. ধুপানী গ. ধোপী ঘ. ধোপানী

৩০. 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক. মালিকা খ. মালী গ. মালীনী ঘ. মালিনী

৩১. নিচের কোনটির পুরুষবাচক শব্দ নেই?
ক. ঠাকুরানী খ. এয়ো গ. দুলাইন ঘ. জেনানা

৩২. 'গণক' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক. গণিকা খ. গণকী গ. গণকিনী ঘ. গণকা

৩৩. 'বিদ্বান' এর সঠিক স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. বিদ্বানী খ. বিদুষিণী গ. বিদুষী ঘ. বিদূসী

৩৪. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. বনানী খ. পিসি গ. বিধবা ঘ. সতী

৩৫. কোনটি আ প্রত্যয় যোগে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. গায়িকা খ. নায়িকা গ. প্রথমা ঘ. বালিকা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	গ										

Class Exam

১. **'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ/ 'সন্দেশ' অর্থগত দিক থেকে কোন শ্রেণির শব্দ?**
ক. মৌলিক
খ. যৌগিক
গ. রূঢ়ি
ঘ. যোগরূঢ়

২. **কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?**
ক. পঙ্কজ
খ. সন্দেশ
গ. প্রবীণ
ঘ. গায়ক

৩. **চাঁদ+মুখ কোন ধরনের শব্দ?**
ক. মৌলিক শব্দ
খ. সাধিত শব্দ
গ. যোগরূঢ়
ঘ. যৌগিক শব্দ

৪. **'চাঁদ' কোন শ্রেণির শব্দ?**
ক. তৎসম
খ. অর্ধ-তৎসম
গ. তদ্ভব
ঘ. দেশি

৫. **'ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি'- 'বাছা' শব্দটি?**
ক. তৎসম
খ. তদ্ভব
গ. দেশি
ঘ. অর্ধ-তৎসম

৬. **অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ কোনটি?**
ক. গঞ্জ
খ. চাঁদ
গ. পিতা
ঘ. গিন্নী

৭. **নিচের কোনগুলো দেশি শব্দ?**
ক. হস্ত, মস্তক
খ. খোকা, চাঁপা
গ. গিন্নি, গতব
ঘ. চাঁদ, ভাত

৮. **'সমিতি' কোন লিঙ্গ?**
ক. ক্লীবলিঙ্গ
খ. পুংলিঙ্গ
গ. স্ত্রীলিঙ্গ
ঘ. উভয় লিঙ্গ

৯. **ঈ-প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটি?**
ক. জেলেনী
খ. অনাথিনী
গ. ছাত্রী
ঘ. মেছোনী

১০. **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?**
ক. মজুরানী
খ. ঠাকুরানী
গ. মলিনা
ঘ. সৎমা

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।